بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২০ জানুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ জানুয়ারী ২০১২-এর (২০ সুলাহ্, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ* وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১১৫-১১৬)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, **'তারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে ঈমান রাখে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করে এবং পুণ্য কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে; বস্তুতঃ তারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত। এবং তারা যে সৎ কাজই করুক না কেন সে বিষয়ে মোটেও তাদের সাথে অবমূল্যায়নমূলক কোন আচরণ করা হবে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত'।**

মু'মিনের লক্ষণ হলো সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা। আত্মসংশোধন এবং সৎ কাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা। আমি প্রথম যে আয়াতটি পাঠ করেছি তাতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এটি সূরা আলে ইমরানের আয়াত আর একই সূরায় একথা অন্যত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ এ কথাগুলোই মানুষকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করে। এ কথাগুলোই ঈমানকে দৃঢ় করে এবং উভয় জগতে মানুষকে সফলতার স্বর্ণ শিখরে উপনীত করে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপনকারীদের কর্ম বিনষ্ট করেন না। এ জন্যই সৎ কর্মশীলদের এবং পুণ্য বিস্তারকারী ও পুণ্যকর্মে প্রতিযোগিতাকারীদেরকে তিনি পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

কিন্তু দ্বিতীয় যে আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি **'আলীম'** অর্থাৎ আমি সকল বিষয়ে অবগত। আমি অদৃশ্য সম্পর্কেও জ্ঞাত। দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞান রাখি। যে কর্মই তোমরা করো না কেনো তা কোন্ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবহিত। যদি

খোদাভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এই কাজ করা হয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রহমতের ক্রোড়ে আশ্রয় দেন। আমাদের উপর এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, এই নৈরাজ্যপূর্ণ যুগে তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। যুগের ইমামকে পাঠিয়েছেন আর আমাদেরকে তাঁকে মানার এবং এই অঙ্গীকারের তৌফিক দিয়েছেন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত রীতি অনুযায়ী নিজেদের ঈমানকে সেই পর্যায়ে উন্নীত করবো বা করার চেষ্টা করবো, তিনি এ যুগে কুরআন ও সুন্নত মোতাবেক যার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'জিহ্বাকে যতটা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোন কথা বলা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক ততটাই সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে মুখ খোলাটাও আবশ্যক'**। অর্থাৎ যেখানে জিহ্বাকে মন্দ থেকে বিরত রাখা আবশ্যক সেখানে সত্য বলার জন্য মুখ খোলা বা জিহ্বার ব্যবহার আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, **'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করার পূর্বে যে বিষয়টি আবশ্যকীয় তা হচ্ছে, মানুষ যেন নিজের অবস্থার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করে যে, সে নিজে এই গুণের অধিকারী'**। অর্থাৎ এই কথা বলার সময় নিজের ব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে প্রমাণ করা আবশ্যক যে, যেই সৎ গুণাবলীর কথা বলছি তা আমার মাঝেও বিদ্যমান রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, **'কেননা অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তারের পূর্বে তার নিজেকে প্রভাবিত করাটা অত্যাবশ্যক। অতএব স্মরণ রেখো! জিহ্বাকে সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা থেকে বিরত রাখবে না। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা করতে হবে আর ভাষায় নম্রতা, কোমলতা এবং প্রাঞ্জলতাও থাকা চাই অনুরূপভাবে তাক্বওয়া বহির্ভূত কোন কথা বলাও চরম পাপ'**।

আমাদের সমস্ত কথা এবং কাজ যেন পুণ্যের প্রসারকারী এবং পাপ বিমোচনকারী হয়। বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার পর আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায় নতুবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবার কোন অর্থ হয় না বরং হতে পারে, উল্টো আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন হয়ে যাবো, কেননা আমরা একটি অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করছি না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আমি বারংবার উল্লেখ করেছি, যে অনুপাতে কোন ব্যক্তি নৈকট্য অর্জন করে থাকে সেভাবেই তার হিসাব নেয়া হবে। যারা দূরে রয়েছে তারা ধৃত হবার যোগ্য নয় কিন্তু তোমরা অবশ্যই এর আওতাভূক্ত। যদি তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে ঈমানের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য না থাকে তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি রইলো'?**

অতএব আমাদেরকে এটি নিয়ে উল্লাস করলে চলবে না যে, আমরা যুগের ইমামকে মেনে নিয়েছি বরং এখন আমাদেরকে নিজেদের অবস্থার প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নতুবা যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'তোমরা ধরা পড়বে এবং জিজ্ঞাসিত হবে'**।

অতএব নিজেদের সংশোধনের প্রতি যাতে আমাদের দৃষ্টি থাকে সেজন্য আমাদের যথাযথ পরিকল্পনা করা উচিত। এই বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত, কারো ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করাটা তাকে জবাবদিহিতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না যদি সে অনুযায়ী কর্ম না হয়। কারো জামাতী দায়িত্ব লাভ করা এবং কোন পদবী পাওয়া তাকে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করতে পারবে না যদি তার কর্ম আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত শিক্ষা অনুযায়ী না হয়। কারো কোন বিশেষ বংশের সন্তান হওয়া

আর বুযূর্গদের সেবা তাকে জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে পারবে না; যদি কর্ম আল্লাহ্ তা'লা যে শিক্ষা দিয়েছেন তদনুযায়ী না হয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, **'কেবল বয়আত করলেই তোমরা অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না'।**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'নিশ্চয় জেনে রেখো! আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তারা প্রিয় নয় যারা ভাল পরে বা ভাল খায় বা অনেক সম্পদশালী বরং খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তারাই প্রিয় যারা ধর্মকে পার্থিবতার উপর স্থান দেয় আর প্রকৃত অর্থে খোদার হয়ে যায়'।**

তিনি (আ.) আবার বলেন, 'তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার একটি হলো, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ **অর্থাৎ 'আমি তোমার অনুসারীদেরকে কাফির ও অস্বীকারকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দিব** (সূরা আলে ইমরান:৫৬)'। তিনি (আ.) বলেন, **'সত্য কথা হলো, তিনি আমার অনুসারীদেরকে আমার অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের উপরে বিজয় দান করবেন। কিন্তু ভাবার বিষয় হলো, আমার হাতে বয়আতকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মধ্যে আনুগত্যের লক্ষণাবলী পুরোপুরি সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ সে বয়আতকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। অতএব আমাদের ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত; আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ভালোর দিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হয়'।** এর প্রকৃত প্রতিফলনস্থল আমরা তখন হতে পারবো, সত্যিকার মু'মিন বলে আমরা কেবল তখনই গণ্য হতে পারবো যখন আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপদেশ এবং নির্দেশাবলী মেনে চলবো এবং তিনি আমাদের কাছে যেমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তেমনটি হবার চেষ্টা করবো।

আমি এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন কিছু উপদেশ বাণী তুলে ধরতে চাই যা আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার সংশোধন এবং উন্নতির জন্য আবশ্যক এবং জাগতিক উন্নতির জন্যও আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, আমরা যদি তাঁর কথার প্রতি পুরো মনোযোগ না দেই এবং তদনুপাতে চলার চেষ্টা না করি তাহলে আমরা প্রকৃত অর্থে তাঁর (আ.) অনুসারী হতে পারি না। তাঁর অনুগত বলে গণ্য হতে পারি না। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত একটি বড় কাজ হলো, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার আর তাঁর মান্যকারীদেরও এটিই কাজ। কিন্তু এর জন্য আমাদের আদর্শ স্থানীয় হতে হবে। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'তোমরা প্রথমে নিজেদের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনয়ন করো যেন তোমরা অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারো তবেই অন্যের উপর তোমাদের প্রভাব পড়বে'।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কথা ও কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন,

'যদি কেবল বড় বড় দাবী এবং রিয়াকারী (লোক দেখানো) সর্বস্বই বিষয় হয় তাহলে আমাদের ও অন্যদের মাঝে পাথর্ক্য কী থাকলো বা অন্যেদের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বই বা কী। তোমরা নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শ স্থাপন করো আর এতে এমন এক দীপ্তি থাকা বাঞ্ছনীয় যা অন্যরা গ্রহণে বাধ্য হয়। কারণ এতে যদি দীপ্তি না থাকে তাহলে কেউ তা গ্রহণ করবে না'। অতএব এই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার ঔজ্জ্বল্য আমাদের অবস্থায় আনয়ন করতে হবে যেন বয়আতের অঙ্গীকার পালিত হয় আর আমরা বয়আতের সুবাদে প্রকৃত অর্থে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেছেন, **'আমরা যদি কেবল কথার খৈ ফোটাই; তাহলে স্মরণ রেখো- কোন লাভ হবে না। বিজয়ের জন্য তাক্বওয়া বা খোদাভীতি প্রয়োজন। যদি বিজয় চাও তাহলে মুত্তাকী হয়ে যাও'।**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে ভালবাসেন। আল্লাহ্র মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে সবাই ভীত ত্রস্ত থাকো'।** অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্র ভয় লালন করো, তাঁর প্রতি হৃদয়ে প্রেম ও ভীতি সৃষ্টি করো। **'স্মরণ রেখো! সবাই আল্লাহ্র বান্দা, কারো প্রতি অন্যায় করো না। উগ্র হয়ো না আর কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। জামাতের মধ্যে যদি এক ব্যক্তি নোংরা থাকে তাহলে সে সবাইকে কলুষিত করে। তোমাদের মাঝে যদি রেগে যাওয়ার প্রবণতা থাকে** (অর্থাৎ চট করে ক্ষেপে যাও) **তাহলে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখো যে, এ রাগের উৎস কোথায়?** (অর্থাৎ রাগের কারণ কি?) বলেন, **'রাগ হওয়া তো দুর্বলতার লক্ষণ'।**

রাগ একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কিন্তু রাগের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা উচিত নয় বরং মু'মিনের রাগ ধরলে তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, **'প্রত্যেকের সাথে সদ্ব্যাবহার করো। আত্মীয়-স্বজনদেরও প্রাপ্য আছে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিপন্থী বা তাঁর ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয় তাদের এড়িয়ে চলা উচিত'।**

আল্লাহ্র ভয় কার ভেতর রয়েছে আর এর মাপকাঠি কী এবং কেমন হওয়া উচিত এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'মানুষের কথা ও কাজের ভেতর কতটা সামঞ্জস্য আছে তা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখাই হলো খোদাভীতি বা তাক্বওয়া। যদি কথা ও কাজের মধ্যে সমতা না থাকে তাহলে জেনে রাখা উচিত যে, সে আল্লাহ্র ক্রোধভাজন হবে। যে অন্তর অপবিত্র– তার কথা যত সুন্দরই হোক না কেনো খোদার দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই বরং আল্লাহ্র ক্রোধ এতে আরো বাড়বে। অতএব আমার জামাতকে স্মরণ রাখতে হবে, তারা আমার কাছে এসেছে উত্তম বীজতলায় পরিণত হবার মানসে যার সুবাদে তারা ফলদায়ক বৃক্ষে পরিণত হতে পারবে। কাজেই প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত, তার ভেতরের অবস্থা কেমন এবং তার আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন? আল্লাহ্ না করুন, আমাদের জামাতের অবস্থাও যদি এমন হয় যে মুখে এক আর ভেতরের অবস্থা অন্য রকম, তাহলে শেষ পরিণাম ভাল হবে না। আল্লাহ্ যখন দেখেন যে, একটি জামাতের ভেতরের অবস্থা শূন্য কিন্তু মুখে বড় বড় দাবী করে, তবে তার জেনে রাখা উচিত, তিনি** (খোদা তা'লা) **পরবিমুখ ও ভ্রুক্ষেপহীন। দেখুন! বদরের যুদ্ধে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সবদিক থেকে বিজয়ের আশা করা হচ্ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন। হযরত আবু বকর বললেন, যেখানে বিজয়ের সকল প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেখানে এমন আকুতি মিনতির সাথে ক্রন্দনের প্রয়োজন কি? হুযূর (সা.) বললেন, সেই সত্তা পরবিমুখ, কাজেই এমনও হতে পারে, ঐশী প্রতিশ্রুতিতে কোন গোপন শর্ত রয়েছে'।**

অতএব মহানবী (সা.) যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যদি বদরের ময়দানে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন, হাদীস অনুসারে হুযূর (সা.) এত অঝোরে কাঁদেন যে, তাঁর কাঁধের উপর থেকে চাদর খসে পড়ছিল। হয়ত কোন অজানা শর্ত থাকতে পারে যা পালনে আমরা সচেষ্ট নই, এ ভেবে তিনি দোয়া করছিলেন। উন্নতি যদি হুযূর (সা.)-এর সাথেও গোপন শর্ত সাপেক্ষ হয়, বিজয় যদি শর্ত সাপেক্ষ হয় তাহলে আর কে আছে যে এমন শর্তের আওতা

বহির্ভূত। তাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় কারো জানা নেই। স্বয়ং নিজেদেরকে পবিত্র করা একান্ত আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'তাক্বওয়া অবলম্বনের একটি শর্ত হলো, দীনহীন ভাবে জীবন যাপন করা। এটি তাক্বওয়ার একটি শাখা যদ্বারা অন্যায় রাগকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী ও সিদ্দীকদের জন্য ক্রোধকে দমন করা একটি চূড়ান্ত ও কঠিন পরীক্ষা'**। অর্থাৎ ক্রোধকে দমন করা আবশ্যক। হুযূর (আ.) বলছেন, **'আত্মশ্লাঘা ও অহংকার ক্রোধ থেকে জন্ম নেয়** (অর্থাৎ অহমিকা ও অহংকার ক্রোধ থেকে জন্ম নেয়)। **আবার কখনো ক্রোধ অহংকার ও আত্মশ্লাঘার ফসল।** (অর্থাৎ কোন সময় অহংকারের কারণে ক্রোধ সৃষ্টি হয় আবার কখনো ক্রোধ থেকে অহংকার জন্ম নেয়)। তিনি (আ.) বলেন, **'কারণ ক্রোধ তখন সৃষ্টি হয় যখন মানুষ নিজেকে অন্যদের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেয়। আমার জামাতের সদস্যরা একে অপরকে ছোট বা বড় মনে করবে অথবা একে অপরকে হেয় মনে করবে তা আমি চাই না। কে বড় আর কে ছোট তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্য বৈ কিছু নয়। যার মাঝে অন্যকে হেয় করে দেখার অভ্যাস আছে, অহংকার আছে; এই অভ্যাস বীজের ন্যায় বৃদ্ধি পেয়ে তার ধ্বংস ডেকে আনতে পারে বলে আমি আশংকা করি। অনেকেই বড়দের সাথে মিলিত হবার সময় খুবই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কিন্তু আসলে বড় সে যে, দীনহীনের কথা দীনহীনের ন্যায় শোনে এবং তার মন জয় করে, তার কথাকে সম্মান দেয়। এমন কোন তাচ্ছিল্যকর কথা সে মুখে আনতে পারে না যা মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে। আল্লাহ্ বলেন,** وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (সূরা আল্ হুজুরাত:১২)। **অর্থাৎ ঈমান আনার পর দুর্নামের ভাগীদার হওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়'**। প্রথমে বলেছেন, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ - একে অপরের নাম বিকৃত করে ডেকো না আর ঈমান আনয়নের পর দুর্নামের ভাগী হওয়া গুরুতর বিষয়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'যারা তওবা করেনি এরাই যালেমদের অন্তর্ভূক্ত। তোমরা একে অপরকে ব্যঙ্গাত্মক নামে ডাকবে না কেননা এটি দুষ্কৃতিপরায়ণ এবং পাপীদের কাজ। যারা আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করে এবং শয়তানের দাসত্ব করে— এটি তাদের কাজ। যে ব্যক্তি কাউকে উপহাস করে, সে ততক্ষণ মরবে না যতক্ষই পর্যন্ত না সে নিজে উপহাসের পাত্র হয়। ভাইদের তুচ্ছ বা নগণ্য জ্ঞান করো না। যখন একই ঝর্ণাধারা হতে সবাই পানি পান করছো তখন কে জানে বেশি পানি পান করা কার ভাগ্যে লিখা আছে। পার্থিব নীতির ভিত্তিতে কেউ সম্মানিত ও মহান হতে পারে না। আল্লাহ্ তালার দৃষ্টিতে সে-ই মহান যে মুত্তাকী।** إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (সূরা আল্ হুজুরাত:১৪)।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ দেয়া ছাড়া এবং তাঁর প্রতি সমর্পন ব্যতীত অর্জিতই হতে পারে না'**। তিনি (আ.) আরো বলেন, **'এ কারণেই বলা হয়েছে, মু'মিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো কেননা সে ঐশী জ্যোতির মাধ্যমে দেখে থাকে। যতক্ষণ খোদাভীতি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান ও ধীশক্তি লাভ হতে পারে না'**।

তিনি (আ.) বলেন, **'যদি তোমরা সফলকাম হতে চাও তাহলে বিবেক-বুদ্ধি খাটাও, গভীরভাবে চিন্তা করো আর অভিনিবেশ করো। পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার প্রণিধান, চিন্তা করার ও ভাবার জন্য তাকীদ রয়েছে। কিতাবে মাকনূন তথা পবিত্র কুরআনে প্রণিধান করো এবং পবিত্র চেতা হয়ে যাও। যদি তোমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র হয়ে যায় আর সুস্থ বিবেককে কাজে লাগাও এবং**

তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হও তাহলে এ উভয়ের সম্মিলনে সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন তোমাদের হৃদয় বলবে, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আলে ইমরান:১৯২)। **তখন বুঝতে পারবে, এই সৃষ্টি বৃথা নয় বরং প্রকৃত স্রষ্টার সত্যতা ও অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে এবং এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, ধর্মের সত্যতার পক্ষে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিস্কার হওয়া'।**

অর্থাৎ তখন এই কথা অন্তর থেকে উৎসারিত হয়, আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা বৃথা নয়, এগুলো অযথা নয়। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র। আর তখন তাঁর কাছে দোয়া করে হে আল্লাহ! আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো। তিনি (আ.) বলেন, **'যখন এই দোয়া অন্তর থেকে উৎসারিত হবে তখন সে অনুধাবন করবে, আল্লাহ্ তা'লার কোন সৃষ্টিই অযথা বা বৃথা নয়, প্রত্যেকটির পিছনে উদ্দেশ্য রয়েছে'।** যদি তা মানুষ হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক মানুষের একটি মর্যাদা রয়েছে, তার সম্মান করা আবশ্যক। এমনকি আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি জগতের প্রক্যেকের একটি লক্ষ্য রয়েছে। একে বুঝার চেষ্টা করো, তাহলে দেখবে আল্লাহ্ তা'লা কোন জিনিস উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেন নি।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'যেন ধর্মের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকাশ পায়'।** অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে ধর্মের সমর্থনকৃত বিভিন্ন প্রকার জাগতিক জ্ঞানের রহস্য তোমাদের সামনে উন্মোচিত হবে। অতএব যখন পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার, একে বুঝার এবং এর তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা থাকবে তখনই পুণ্যের পথে অগ্রগামী হবার স্পৃহা জাগবে। তাই যদি প্রকৃত মু'মিন হতে হয় এবং সেসব লোকের অন্তর্ভূক্ত হতে হয় যারা সত্যিকার পুণ্যের চেতনা ও বুৎপত্তি রাখে তাহলে গভীর মনোযোগের সাথে পবিত্র কুরআন পড়া উচিত; এরফলে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

এরপর তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, **'যদি তোমরা উভয় জগতের সফলতা লাভ করতে এবং মানুষের হৃদয় জয় করতে চাও তাহলে পবিত্রতার পথ অবলম্বন করো। বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করো আর ঐশীগ্রন্থের দিক নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হও। আত্মসংশোধন করো এবং অন্যদেরকে নিজের উন্নত চারিত্রিক সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত দেখাও। তখন তুমি অবশ্যই সফলতা লাভ করবে। কেউ কত সুন্দর বলেছেন, 'সাখান কায দিল বিরূঁ অয়াদ নাশেনীদ লা জারাম বার দিল' মন থেকে উৎসারিত কথা অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই প্রথমে এমন অন্তকরণ সৃষ্টি করো। আর যদি হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে চাও তাহলে কর্মের শক্তি অর্জন করো। কেননা কর্ম ছাড়া কেবল মুখের জোর এবং বাকপটুতা কোন কাজে আসে না। মুখে বড় বড় কথা বলার লোক তো অনেক আছে। অনেকেই মৌলভী ও উলামা সেজে মিম্বরে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে নায়েবে রসূল ও নবীদের উত্তরাধিকারী আখ্যায়িত করে ওয়াজ করে বেড়ায়। তারা বলে, অহংকার, দম্ভ, ও মন্দকর্ম পরিহার করো কিন্তু কার্যতঃ তারা স্বয়ং এমন কাজে লিপ্ত। তোমাদের হৃদয়ে তাদের কথার প্রভাব কতটুকু পড়ে তা থেকে তোমরা ধারণা করতে পারো'।**

যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে নিয়েছেন তাদের হৃদয়ে অবশ্যই এসব মৌলভীদের কোন প্রভাব নেই কিন্তু যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানে নি অথচ শিক্ষিত, বিবেক বুদ্ধি রাখে, যাদের মাঝে কিছুটা হলেও ভদ্রতা আছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারাও মৌলভীদেরকেই দোষারোপ করে যে, তারা করে একটা আর বলে অন্যটা, তারা কেবল ফিৎনা-ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলাই ছড়াচ্ছে। কাজেই আমাদের কথা ও কাজ যদি এক হয় তাহলে এর মাধ্যমেই আমাদের তবলীগের পথ সুগম হবে আর অন্যদের উপর প্রভাবও পড়বে।

আবার আধুনিক জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'আমি জানি! এই মৌলভীরা ভ্রান্তিতে নিপতিত যারা আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধী। তারা মূলতঃ নিজেদের ভুল ও দুর্বলতাকে ঢাকার জন্যই এমন করে। তাদের মস্তিষ্কে এই ধারণা বদ্ধমূল- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলে এবং পথভ্রষ্ট করে। আর তারা এ ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী। যেহেতু তারা নিজেরা দর্শনের দুর্বলতা প্রকাশে অক্ষম তাই নিজেদের দুর্বলতাকে লুকানোর জন্য এই ছুতা বানিয়েছে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নই অবৈধ। তাদের অন্তরাত্মা দর্শনের ভয়ে ত্রস্ত আর অধুনা গবেষণার সামনে তারা নতজানু'**। তিনি (আ.) বলেন, **'কিন্তু তারা সেই প্রকৃত দর্শন পায়নি যা ইলহামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আর পবিত্র কুরআন যে দর্শনে পরিপূর্ণ। এটি তাদেরকে আর শুধুমাত্র তাদেরকে দেয়া হয় যারা পরম বিনয় ও আত্মবিলুপ্তির চেতনায় আপন সত্তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে সমর্পন করে। আল্লাহ্ তা'লার দোরগোড়ায় বিনত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে দাম্ভিকতাপূর্ণ ধ্যান-ধারণার বিষ বেরিয়ে যায় এবং যারা নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করে আকুতি-মিনতি সহকারে কান্নাকাটি করে প্রকৃত দাসত্ব বরণ করে। অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনলেই কেবল জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়'**।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'অতএব বর্তমানে ধর্মের সেবা এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণীর মর্ম বুঝার জন্য আধুনিক জ্ঞান অর্জন করো'**। অর্থাৎ ধর্মের প্রসারের জন্য বর্তমানে যেসব আধুনিক জ্ঞান আছে তা অর্জন করুন। **'এবং পরম আগ্রহ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন করো আর এ লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করো। বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করো, গবেষণায় মনোনিবেশ করো'**। বর্তমান সময় বিশেষ ভাবে আমি আহমদী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি, এ ব্যাপারে চেষ্টা করুন কেননা এটিও তবলীগের একটি মাধ্যম এবং পুণ্য বিস্তার মাধ্যম। যখন বর্তমান যুগের আধুনিক জ্ঞান লাভ হবে; বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জিত হলে আরো অনেক পথ উম্মুক্ত হবে। তিনি (আ.) বলেন, **'আধুনিক জ্ঞান অর্জন করো এবং কঠোর চেষ্টা-সাধানার মাধ্যমে তা অর্জন করো কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে আর সতর্কতা স্বরূপ আমি আপনাদেরকে একথাও বলতে চাই, যারা শুধুমাত্র এই জ্ঞান অর্জনের জন্যই উঠেপড়ে লাগে আর এতবেশি মনোযোগী ও মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, কোন ওলী বা সাধকের সান্নিধ্যে বসার সৌভাগ্য তার হয় না পরন্তু নিজের মাঝেও ঐশী জ্যোতি নেই। এরা সাধারণত হোঁচট খায় এবং ইসলাম থেকে দূরে ছিটকে পড়ে'**। অর্থাৎ অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করুন কিন্তু পাশাপাশি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানও পড়ুন, তা অর্জন করুন যাতে সঠিক পথে চলতে পারেন। আর যারা পবিত্র কুরআনের জ্ঞান রাখেন তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। অতঃপর বলেন, **'ঐ সব জ্ঞানকে ইসলামের অধীন করার পরিবর্তে ইসলামকে সেসব জ্ঞানের অধীন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে নিজের ধারণানুসারে ধর্মীয় এবং জাতীয় সেবার ঠিকাদার বনে যায়। কিন্তু স্বরণ রাখবে, এ কাজ কেবল সে—ই করতে পারে** (অর্থাৎ ধর্মীয় সেবা সে-ই করতে পারে) **যে ঐশী জ্যোতি নিজ অন্তরে ধারণ করে'**।

আর এ যুগে আমরা সেই জ্যোতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছি। কাজেই পবিত্র কুরআনের তফসীর এবং তা অনুধাবন করার জন্য তাঁর গ্রন্থাবলী পাঠ করা এবং তাঁর তফসীরসমূহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এরপর বিজ্ঞানকে আপনারা ধর্মীয় জ্ঞানের সাহায্যকারী বানাতে পারেন কিন্তু পার্থিব জ্ঞান ধর্মীয় জ্ঞানের উপর প্রাধান্য লাভ করবে— এমনটি কখনো হবে না। সর্বদা ধর্মই প্রাধান্য লাভ করে এবং ধর্ম ঐ সব জাগতিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে নিজের অধীনে

করে নেয়। এরপর তিনি (আ.) "সাবেরু ও রাবেতু"র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, **'এর অর্থ হলো, ধৈর্যের উপদেশ দাও আর সীমান্তের সুরক্ষা নিশ্চিত করো। যেভাবে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য সীমান্তে ঘোড়া থাকা আবশ্যক, যাতে শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে। তেমনিভাবে তোমরাও সদা প্রস্তুত থাকো'**। সীমান্তের সুরক্ষা এবং সেনাদলের জন্য (ঘোড়া) আবশ্যক, অতীতকালে অশ্বারোহী সৈন্যদলকে শক্তিশালী গণ্য করা হতো। এ যুগে সকল প্রকার আধুনিক সমরাস্ত্র রয়েছে, যদি দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়, সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে হলে (ঘাড়া) রাখা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, **'যেভাবে ঘোড়া থাকা আবশ্যক যেন শত্রু সীমানা অতিক্রম করতে না পারে, তোমাদেরকে আক্রমন করতে না পারে, অনুরূপভাবে তোমরাও প্রস্তুত থাকো। এমন যেন না হয় যে, শত্রু সীমা অতিক্রম করে ইসলামকে কষ্টে নিপতিত করে। আমি পূর্বেও বলেছি, তোমরা যদি ইসলামের সাহায্য ও সেবা করতে চাও তাহলে প্রথমে খোদাভীতি এবং পবিত্রতা অবলম্বন করো যেন তোমরা স্বয়ং খোদা তা'লার আশ্রয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হও। আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় লাভে সক্ষম হও তাহলে পরেই তোমাদের সেই ধর্মসেবার সৌভাগ্য ও সামর্থ লাভ হবে। তোমরা দেখছো যে, মুসলমানদের বাহ্যিক শক্তি কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে। জাতিসমূহ তাদেরকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে'**। অর্থাৎ আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেভাবে এমন অবস্থা বিরাজমান ছিল এখনও অবস্থা তেমনই বরং আরো শোচনীয়। মুসলমানদেরকে তাদের অপকর্মের দরুনই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'তোমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং মনোবল দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে গেলে মনে করো যে সবই শেষ'**। তোমরা যারা এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মান্যকারী, তোমাদেরও যদি শক্তি দুর্বল হয়ে যায় আর পার্থিবতায় লিপ্ত হয়ে পড়ো, ধর্মকে ভুলে বসো তাহলে একে ধ্বংস বলে জেনো।

তিনি (আ.) বলেন, **'তোমরা নিজেদের হৃদয়কে এমনভাবে পবিত্র করো যেন পবিত্র করণ শক্তি এতে কার্যকর হয় আর তা সীমান্তের ঘোড়ার ন্যায় দৃঢ় ও রক্ষক হয়ে যায়। মুত্তাকী এবং ধর্মভীরুদের সাথে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা থাকে। আপন চরিত্র এবং চালচলন এমন বানিও না যদ্বারা ইসলামের কলঙ্ক হয়'**। অর্থাৎ অপকর্মকারী এবং ইসলামের শিক্ষায় যারা আমল করে না এমন মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলাম কলঙ্কিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'কোন মুসলমান যদি মদ্য পান করে তবে সে যত্রতত্র বমি করে দেয়, পাগড়ী গলায় ঝুলতে থাকে, নোংরা নর্দমায় পড়ে থাকে। পুলিশের জুতাপেটা খায়। হিন্দু এবং খ্রিস্টানরা এটি দেখে হাসা-হাসি করে। তার এরূপ শরিয়ত বিরোধী অপকর্ম কেবল তার জন্যই ঠাট্টা-তামাশার কারণ হয় না বরং ইসলামের উপরও এর প্রভাব পড়ে। জেল খানার রিপোর্টে এমন খবর পাঠ করে আমার বড়ই দুঃখ হয়। যখন আমি দেখি যে, মুসলমানরা এই অপকর্মের দরুন ভর্ৎসনারযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে তখন হৃদয় ব্যাকুল হয় যে, যাদের সিরাতে মুস্তাকিমে চলার কথা তারা স্বীয় অপকর্মের কারণে কেবল নিজেরই ক্ষতি করে না বরং ইসলামকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষবস্তুতে পরিণত করে'**। আর আজও এ অবস্থা বিরাজমান। এখানে যেসব মুসলমানরা আসে বিশেষ করে আপনি উড়োজাহাজের মুসলমান যাত্রীদেরকে যদি দেখেন, পাকিস্তান যাচ্ছে অথবা আরবের কোন দেশে যাচ্ছে এবং প্লেনে যেহেতু মদ্যপানের স্বাধীনতা আছে কাজেই প্রচুর পরিমানে মদ পান করে আর পাশের যাত্রীকেও বিরক্ত করে মারে। তিনি (আ.) বলেন, **'নিজেদের চাল-চলন এবং আচার-ব্যবহার এমন বানাও যেন কাফিররাও**

তোমাদের অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আঙ্গুল উঠানোর বা ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ না পায়'।

প্রকৃত বীর কে এ ব্যাপারে উপদেশ দিতে গিয়ে এবং একজন আহমদী ও মু'মিনের কেমন বীর হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে বলেন, **'আমাদের জামাতের শক্তিধর ও বীরের প্রয়োজন নেই** (অর্থাৎ আমাদের এদের দরকার নেই) **বরং এমন শক্তির অধিকারী দরকার যারা নৈতিক গুণাবলীতে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টাকারী হবে। এ কথা সত্য যে, সে ব্যক্তি শক্তিশালী ও পাহলোয়ান নয় যে পাহাড়কে নিজ অবস্থান থেকে সরাতে পারে। কখনোই নয়, বরং প্রকৃত বীর সে-ই যে চরিত্রে পরিবর্তন আনার শক্তি রাখে। কাজেই একথা স্বরণ রেখো! সকল শক্তি-নিচয় চরিত্র পরিবর্তনে ব্যয় করো কেননা এটিই আসল শক্তি এবং বীরত্ব।**

এরপর সঠিক বিশ্বাস এবং পুণ্যকর্ম সমূহকে দৃষ্টিপটে রাখার জন্য তিনি (আ.) উপদেশ দেন যে, **'এ ছাড়াও আরও দু'টি অংশ রয়েছে যাকে দৃষ্টিগোচর রাখা সত্যিকার নিষ্ঠাবানের কাজ হওয়া উচিত। এরমধ্যে একটি হচ্ছে, আকিদা বা বিশ্বাস সঠিক করা। এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা, তিনি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ সঠিক রীতি-নীতির পথ স্বীয় নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে কোন ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও বিনা পরিশ্রমে আমাদেরকে দেখিয়েছেন'**। অর্থাৎ সবকিছু আমরা তৈরী পেয়েছি, প্রস্তুতকৃত পেয়েছি। এর জন্য কোন প্রকার কষ্ট করতে হয় না। তিনি (আ.) বলেন, **'সেই পথ যা আপনাদেরকে এ যুগে দেখানো হয়েছে, অনেক আলেম এখনও এর থেকে বঞ্চিত। তাই খোদা তা'লার এ কৃপা এবং পুরস্কারের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো আর সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে, বিশুদ্ধচিত্তে সেসব সৎকর্ম সম্পাদন করো যা সত্যিকার বিশ্বাসের পর দ্বিতীয় ভাগে আসে। এবং নিজ কর্মাবস্থা থেকে সাহায্য নিয়ে দোয়া করো যাতে তিনি** (আল্লাহ্ তা'লা) **এসব সঠিক আকিদার উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর সৎকর্ম করার সৌভাগ্য দেন। ইবাদতের মাঝে রোযা, নামায ও যাকাত ইত্যাদির নির্দেশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এখন দেখুন! উদাহরণ স্বরূপ নামায, এটি জগতে এসেছে কিন্তু জগত থেকে আসে নাই। মহানবী (সা.) বলেন, "কুররাতু আইনি ফিস্ সালাতি"** অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমেই আমার চোখের স্নিগ্ধতা লাভ হয়'।

নামায পৃথিবীতে এসেছে তবে তা পৃথিবী হতে আসেনি অথবা জগদ্বাসীর বানানো নয়। প্রকৃত মু'মিনরাই এর সংরক্ষণ করতে পারে।

তিনি (আ.) বলেন, **'আমার জামাতকে পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। দেখো! লুত ইত্যাদি জাতির কি পরিণাম হয়েছিল। অন্তর কঠিন হলেও নম্রতা অবলম্বন করে প্রত্যেকের মনকেই বিনয় ও কোমলতার শিক্ষা দেয়া উচিত**। হৃদয় কঠিন হলেও চেষ্টা করো এবং বারংবার চেষ্টা করো। স্বয়ং নিজেকে দায়ী করো, হৃদয়কে ভর্ৎসনা করো যাতে এতে নম্রতা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আর হৃদয় সমর্পিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'এরূপ করা আমার জামাতের জন্য আবশ্যকীয় কেননা তারা নিত্যনতুন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে থাকে। কেউ যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভের দাবী করে কিন্তু সে মোতাবেক জীবন যাপন না করে তাহলে এটি বুলিসর্বস্ব মাত্র। এ জন্য অন্যদের উদ্যাসীন দেখে আমার জামাত যেন উদাসীন না হয় এবং তাদের ভালোবাসা মলিন হতে দেখে নিজেদের ভালোবাসাকে শীতল হতে দিও না। মানুষ অনেক আশা-আকাঙ্খা রাখে অথচ অদৃশ্য নিয়তির খবর কেউ জানে না'**। অর্থাৎ অদৃশ্য এবং ভাগ্যের কথা কেউ জানে না আর কবে ও কখন কি হবে তাও কেউ জানে না। জীবন কখনোই আশা আকাঙ্খানুযায়ী চলে না। তোমাদের কামনানুযায়ী জীবনের চাকা ঘুরে না। তিনি (আ.) বলেন,

‘আশা আকাঙ্খার চক্র ভিন্ন এবং নিয়তির চক্র ভিন্ন আর এটিই সত্য। মনে রেখো! মানুষের জীবন বৃত্তান্ত যা খোদা তা’লার নিকট আছে তাই সত্য (মানুষ) কি জানে এতে কী কী লেখা আছে? এজন্য আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে হৃদয়কে এর প্রতি মনোযোগী করা উচিত’।

আল্লাহ্ তা’লার কাছে তোমাদের যে জীবন বৃত্তান্ত পৌঁছাচ্ছে তা একেবারে সঠিক পৌঁছাচ্ছে তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। এ জন্য বার বার আত্মবিশ্লেষণ করো, এটিকে সচেতন করো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **‘তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করো কেননা খোদাভীতি এমন এক জিনিষ যাকে শরিয়তের মূল আখ্যা দেয়া হয়েছে’**। অর্থাৎ শরিয়তকে যদি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করতে হয় তাহলে একমাত্র তাক্বওয়াই শরিয়তের মূল হতে পারে। **‘তাক্বওয়ার ধাপ ও মর্যাদার অনেকগুলো স্তর রয়েছে। কেউ যদি সত্যিকার অন্বেষী হয়ে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে এর প্রাথমিক ধাপ ও স্তর অতিক্রম করে তবে সে তার সরলতা ও সত্যান্বেষণের জন্য উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা’লা বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা মুত্তাকীদের দোয়া কবুল করে থাকেন** (সূরা আল্ মায়েদা:২৮)। **এটি মূলতঃ তাঁর অঙ্গীকার আর তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না। কখনো অঙ্গীকারে ব্যতিক্রম করেন না। যেভাবে তিনি বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ** (সূরা আলে ইমরান:১০)। **কাজেই দোয়া গৃহীত হবার জন্য যখন তাক্বওয়া একটি অপরিহার্য শর্ত; যদি কোন ব্যক্তি উদাসীন ও বিপথগামী হয়ে দোয়া গৃহীত হবার আশা রাখে, তবে কি সে নিবোর্ধ ও অজ্ঞ নয়? অতএব আমার জামাতের প্রতিটি সদস্যকে তাক্বওয়ার পথে চলা আবশ্যক যাতে করে তারা দোয়া গৃহীত হবার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে এবং সমৃদ্ধ ঈমান হতে অংশ লাভ করে’।**

তিনি (আ.) আরেকটি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **‘আল্লাহ্ তা’লা অনেক বার ইলহাম করে জানিয়েছেন তোমরা মুত্তাকী হও এবং তাক্বওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথে পরিচালিত হও তাহলে খোদা তোমাদের সহায় হবেন’**। তিনি (আ.) বলেন, **‘এরফলে আমার হৃদয়ে চরম বেদনা সৃষ্টি হয় যে, আমি কোন্ সেই পদ্ধতি অবলম্বন করবো যদ্বারা আমার জামাত সত্যিকার খোদাভীতি ও পবিত্রতা অর্জন করবে’**। তিনি (আ.) বলেন, **‘আমি এতো বেশী দোয়া করি, দোয়া করতে করতে আমি (শারীরিকভাবে) দুর্বল হয়ে পড়ি এবং অনেক সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি এমনকি মৃত্যু মুখে পতিত হই’**। তিনি (আ.) বলেন, **‘খোদা তা’লার দৃষ্টিতে যতক্ষণ কোন জামাত মুত্তাকীতে পরিণত না হয় ততক্ষণ খোদা তা’লার সাহায্য তাদের সঙ্গী হতে পারে না’**। তিনি (আ.) বলেন, **‘সকল পবিত্র ধর্ম গ্রন্থাদী, তওরাত এবং ইঞ্জিলের শিক্ষার সারমর্ম যা পবিত্র কুরআন একই শব্দে আল্লাহ্ তা’লার মহান উদ্দেশ্য ও সন্তুষ্টির জন্য প্রকাশ করেছে তাহলো তাক্বওয়া’**।

এক সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতকে বিশেষভাবে رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ এই দোয়াটি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, **‘তওবা করা মানুষের জন্য অতিরিক্ত ও অলাভজনক কোন কাজ নয়। এর প্রভাব শুধু কিয়ামতের জন্যই সীমবাদ্ধ নয় বরং এর মাধ্যমে মানুষের ইহ ও পরকাল উভয়ই সুনিশ্চিত হয়ে যায়। এরফলে এ জগত ও পরকালে প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভের সৌভাগ্য হয়। দেখো! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে সুখ-সমৃদ্ধি দান করো আর পরকালেও সুখ-শান্তির উপকরণ দান করো আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো। দেখো! রাব্বানা শব্দে প্রকৃতপক্ষে তওবার**

প্রতিই একটি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা রাব্বানা শব্দটি এ দাবী রাখে যে, সে পূর্ব হতেই অন্যান্য যে রব্ব বা মনগড়া প্রভু-প্রতিপালক বানিয়ে রেখেছে সে তা হতে বিমুখ হয়ে (প্রকৃত) প্রভু-প্রতি পালকের নিকট এসেছে। প্রকৃত পক্ষে একটি বেদনা ও বিগলন ছাড়া মানুষের হৃদয় হতে এ শব্দটি উচ্চারিত হতেই পারে না। 'রব্ব' বলা হয় ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষে পৌঁছে দেয়ার মালিক এবং প্রতিপালনকারীকে। বস্তুতপক্ষে মানুষ নিজের জন্য অনেক প্রভু বানিয়ে রাখে। নিজের চালাকী ও ধোকাবাজীর উপর সে পুরোপুরি ভরসা করে আর এটিই হলো তার 'রব্ব'। সে যদি তার জ্ঞান ও বাহুবলের গর্ব করে তাহলে সেটিই তার 'রব্ব'। আর সে যদি নিজ সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ নিয়ে অহংকার করে তবে এটিও তার 'রব্ব'। মোটকথা, এরূপ হাজারো উপকরণ মানুষের সাথে লেপ্টে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এসব কিছু পরিহার না করে এবং তাথেকে বিমুখ হয়ে এক-অদ্বিতীয়, সত্য ও আসল প্রভুর সমীপে মস্তক অবনত না করবে এবং বেদনাভরা ও হৃদয় বিগলনকারী রাব্বানা ধ্বনি দ্বারা তাঁর আস্তানায় ভূলুণ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রকৃত প্রভু-প্রতিপালককে জানতে পারবে না। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ হৃদয় বিগলিত এবং আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁর সমীপে নিজের পাপসমূহ স্বীকার করে তওবা করে এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলে রাব্বানা অর্থাৎ তুমিই প্রকৃত ও সত্যিকারের প্রভু-প্রতিপালক কিন্তু আমরা ভুল বশতঃ অন্যান্য স্থানে ধর্ণা দিয়েছি তবে আমি এখন এসব মিথ্যা প্রতিমা এবং মনগড়া উপাস্যকে পরিত্যাগ করেছি আর বিশুদ্ধচিত্তে তোমার প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্বকে স্বীকার করছি আর তোমার আস্তানায় এসেছি, এরূপ করা ছাড়া খোদাকে নিজের রব্ব বানানো সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থা হলে পরেই প্রকৃত রব্ব আল্লাহ্ হতে পারেন। মানুষের হৃদয় থেকে যতক্ষণ অন্যান্য রব্ব ও তাদের সম্মান, ইজ্জত ও মাহাত্ম্য নিঃশ্বেষ না হবে ততক্ষণ সে তার সত্যিকার প্রভু-প্রতিপালক ও তাঁর প্রতিপালনের মূল্যায়ন করতে পারবে না। অনেকে মিথ্যাকেই নিজের প্রভু বানিয়ে বসে, তারা মনে করে মিথ্যা বলা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। অনেকে আবার চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও প্রতারণাকে নিজের রব্ব বানিয়ে রেখেছে। তাদের বিশ্বাস, এ ছাড়া তাদের আয়-রোজগারের অন্য কোন পথ নেই; কাজেই এগুলো তাদের প্রভু বা রব্ব বনে বসেছে। দেখো! এক চোর যার কাছে ঘরে সিধ কাটার সব উপকরণ রয়েছে, রাতের বেলা আর কোন চৌকিদারও তার সম্বন্ধে অবগত নয় এমতাবস্থায় চুরি ছাড়া অন্য এমন কোন রব্ব'কে সে চিনে না যার কাছ থেকে সে রিয্ক পেতে পারে। সে তার সরঞ্জামাদীকেই নিজের উপাস্য বলে মনে করে। মোটকথা এমন মানুষ যারা নিজেদের চাতুর্যের উপর আস্থা ও ভরসা রাখে তাদের খোদার কাছে সাহায্য ও দোয়া করার প্রয়োজন কী? সে তো স্বীয় ক্ষমতাকেই নিজের রব্ব বলে জ্ঞান করে'।

তিনি (আ.) বলেন, 'যার সব দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে এবং খোদার দ্বার ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই এমন ব্যক্তির দোয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং তার অন্তর থেকেই দোয়া নির্গত হয়। মোটকথা رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا'র দোয়া করা শুধু এমন লোকদের কাজ যারা খোদাকেই নিজের প্রভু-প্রতিপালক মনে করে আর তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে মিথ্যা রব্ব সমূহ তুচ্ছ'।

তিনি (আ.) বলেন, 'আগুনের অর্থ কেবল কিয়ামতের আগুনই নয়। وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-এ যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, সেটি শুধু কিয়ামত দিবসের আগুন নয়। বরং এ পার্থিব জগতে যে দীর্ঘায়ু লাভ করে সে দেখতে পায়, এখানেও হাজার প্রকার আগুন রয়েছে। অভিজ্ঞ মানুষ জানে এ পার্থিব জগতেও হরেক প্রকার আগুন বিদ্যমান। বিভিন্ন ধরনের শাস্তি, ভয়, দুঃশ্চিন্তা, অনাহার,

দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, ব্যর্থতা, দুর্যোগ-দুর্ভোগের আশংকা, হাজারো প্রকার দুঃখ-বেদনা, স্ত্রী-সন্তান সম্পর্কিত দুঃখ-কষ্ট এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কের টানাপড়েন; মোটকথা, এ সবই আগুন। মু'মিন দোয়া করে, সর্বপ্রকার আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করো। যেহেতু আমরা তোমার আঁচল আঁকড়ে ধরেছি, তাই আমাদের ঐসব জটিলতা ও কষ্ট থেকে রক্ষা করো যা মানব জীবনকে তিক্ত করে ও মানুষের জন্য আগুন স্বরূপ'।

তিনি (আ.) বলেন, 'সত্যিকার আহমদীদের সাথে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, (পূর্বেও এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে, এখন বিস্তারিত বর্ণনা করছি) আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (অর্থাৎ 'তোমার অনুসারীদেরকে আমি অস্বীকারকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দিব- সূরা আলে ইমরান:৫৬)'। নাসারায় জন্ম নেয়া মরিয়মকে তিনি এ সান্ত্বনা সূচক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, ঈসা মসীহ্'র নামে আগমনকারী ইবনে মরিয়মকেও আল্লাহ্ তা'লা ঐ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি আর আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা এ সুসংবাদই দিয়েছেন। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন! যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এ মহান প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদে অন্তর্ভূক্ত হতে চায়, তারা কি ঐসব লোক হতে পারে যারা নফসে আম্মারাহ্ (অর্থাৎ অবাধ্য আত্মা)'র পর্যায়ে গুনাহ্ ও মন্দকর্মে লিপ্ত। না, কক্ষনো নয়। যারা আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতির প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে এবং আমার কথাকে কল্প-কাহিনী মনে করে না, তারা স্বরণ রাখো এবং মন দিয়ে শোন! আমি পুনরায় একবার সেসব লোকের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তা কোন সাধারণ সম্পর্ক নয় বরং নিবিড় সম্পর্ক। আর এমন সম্পর্ক যার প্রভাব শুধু আমার ব্যক্তি সত্তা পর্যন্তই সীমিত নয় বরং সেই সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে যিনি আমাকেও সেই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ-মানব পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যিনি পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। আমি বলতে চাই, যদি এ বিষয়ের প্রভাব শুধু আমার ব্যক্তি সত্তা পর্যন্ত সীমিত থাকতো তবে আমার কোনই শঙ্কা ও চিন্তা থাকতো না এবং কোন ভ্রুক্ষেপও হতো না। কিন্তু বিষয়টি কেবল এতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। এর প্রভাব আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এবং খোদা তা'লার পবিত্র সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কাজেই এমতাবস্থায় তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখো, যদি এ সুসংবাদের অংশীদার হতে চাও এবং এর সত্যায়নকারী হবার প্রত্যাশা রাখো এবং এতো বড় সাফল্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত অস্বীকারকারীদের উপর জয়যুক্ত থাকবে– এর সত্যিকার বাসনা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে আমি শুধু এটুকুই বলবো, এ সাফল্য ততক্ষণ অর্জিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 'লাওয়ামাহ্' (অর্থাৎ তিরস্কারকারী আত্মা)'র পর্যায় অতিক্রম করে 'মুতমাইন্নাহ্' (অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা)'র চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে না যাও। আমি এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলছি না, তোমরা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যিনি মা'মুর মিনাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত। অতএব তাঁর কথা মন দিয়ে শোন এবং তা পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকো, যাতে ঐসব লোকের অন্তর্ভূক্ত না হও যারা অঙ্গীকার করার পর অস্বীকারের নোংরামীতে লিপ্ত হয়ে চিরস্থায়ী শাস্তি ক্রয় করে নেয়'।

এতএব এগুলো সেসব উপদেশের কয়েকটি মাত্র যা বিভিন্ন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় জামাতকে দিয়েছেন। তাঁরা সৌভাগ্যবান যাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে কল্যাণ মন্ডিত হয়েছেন এবং এসব কথা শুনেছেন। আর সৌভাগ্যবান আমরাও যাদের কাছে এসব কথা পৌঁছেছে। ঐসব লোকের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন যাঁরা আমাদের কাছে এ কথামালা পৌঁছিয়েছেন যেন আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকারের তাৎপর্য অনুধাবন করতে

সক্ষম হই। ঐসব লোকের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যারা পুণ্যবান এবং পুণ্যের মর্ম বুঝে তা প্রসার করে। ঐসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যারা পুণ্যের পানে অগ্রগামী হবার জন্য সদা চেষ্টারত। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে প্রকৃত খোদাভীরুতার পথে পরিচালিত করেছেন এবং এর মর্ম ও জ্ঞান দান করেছেন। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে তাক্বওয়ার পানে পদচারণা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দিন।

জুমুআর নামাযের পর আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো। প্রথমটি হচ্ছে, মোকাররম শেখ মোহাম্মদ নঈম সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্, পিতা: শেখ মোহাম্মদ আসলাম সাহেব। তিনি জামাতের কেন্দ্র রাবওয়াতে কর্মরত ছিলেন। মরহুম দুনিয়াপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রেকর্ড বিভাগ যা জামাতের কেন্দ্রীয় রেকর্ড প্রভৃতির যে বিভাগ রয়েছে সেখানে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুর দিন তিনি যথারীতি অফিসে আসেন এবং সেখানে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারগণ প্রাণ রক্ষার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং আল্লাহ তা'লার কাছে পৌঁছে যান, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর। তিনি একান্ত হাসিখুশী ও সবার প্রিয়ভাজন ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করতেন। আঠার বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। সিয়েরালিওনে জামাতের মুরুব্বী হিসেবে খিদমত করেছেন। এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় মুরুব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, বর্তমানে রেকর্ড বিভাগে দায়িত্বরত ছিলেন এবং পরম দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করছিলেন। তিনি জামাতের মুবাল্লেগ মোকাররম মওলানা রশীদ আহমদ সাহেব চুগতায়ী সাহেবের জামাতা ছিলেন। মরহুম নিঃসন্তান ছিলেন। একজন পালক মেয়ে আছেন— যিনি বিধবা। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও শোক সহ্য করার শক্তি দিন আর মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে, করাচী সদর হালকার মোকার্‌রম মোজাফ্‌ফর ইকবাল সাহেবের পুত্র মোকার্‌রম আহসান কামাল সাহেব এর। তারা পাঞ্জাবের লিয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাদের প্রপিতামহ আহমদী হয়েছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন আর তাঁর সাহাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে মরহুমের দাদারও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। মরহুমের মা ঐ হালকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের হালকা করাচীর মাহমুদাবাদ-এ জামাতের তীব্র বিরোধিতা হচ্ছে। পূর্বেও সেখানে তিনজন শহীদ হয়েছেন। মরহুম সেখানে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন এবং আঠারোই জানুয়ারী তিনি নিত্য দিনের মতো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় সাড়ে চারটার সময় দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহী আসে এবং তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, এতে তিনি বাধা দিলে তার উপর দু'টি গুলি বর্ষণ করে ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । এটি জামাতী শাহাদত না হলেও কিন্তু মনে হয় আহমদী হবার কারণে প্রথমে তারা ছিনতাইয়ের ঘটনা সাজায় আর এভাবে এটি জামাতী শাহাদতের কারণ হয়। এছাড়া নিজের কর্মস্থলের সুরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন কাজেই এটিও শাহাদত। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর।

তৃতীয় জানাযা হচ্ছে, হাফিযাবাদ জেলার উঁচামাঙ্গট এর অধিবাসী মোকার্‌রম ইরফান আহমদ সাহেব এর। তিনি গত ৯ জানুয়ারী মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব (রা.)-এর পুত্র ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ফোরকান ফোর্সে কাজ করেছেন। তিনি মূসী ছিলেন এবং খিলাফত ও জামাতের সাথে তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক ছিলো। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পাঁচ কন্যা ও পাঁচজন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে রেজওয়ান আহমদ শাহেদ সাহেব সিলসিলাহ্‌র মুরব্বী, বর্তমানে তিনি আইভরিকোষ্টে জামাতের সেবায় রত আছে। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি জানাযাতে যোগ দিতে পারেন নি। নামাযের পর তিন জনেরই গায়েবানা জানাযা পড়া হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সবার সাথে ক্ষমা ও দয়াসূলভ ব্যবহার করুন। আর তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)